JAN. 29 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক ইনকিলাব

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজে অনার্স কোর্সে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ ঃ ছাত্র-ছাত্রী ক্ষুব্ধ

নাটোর জেলা সংবাদদাতা ঃ ছাত্র সংগঠনগুলোর অবৈধ চাপ ও হুমকির মুখে নাটোর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারী কলেজের অনার্স কোর্সে ভর্তির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নাটোরের ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারী কলেজে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা চরম আকার ধারণ করে পূর্ববর্তী অদক্ষ ফজলার রহমানের সময়ে। গত বছর তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করার পর রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মাসুম আলীকে এই কলেজে বদলি করা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারী কলেজে যোগদান করে এখানকার ব্যাপক অব্যবস্থাপনা দেখে প্রফেসর মাসুম আলী অসহায় হয়ে পড়েন। এই কলেজের দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু শিক্ষকের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করেন। প্রফেসর মাসুম আলী কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে রাজনৈতিক কোটা পদ্ধতি বাতিল করে দেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তে ছাত্র সংগঠনগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মোট আসনের শতকরা ৫০ ভাগ তাদের জন্য সংরক্ষণের আবদার করে। এই অনৈতিক আবদার অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তির প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। এমন অবস্থার মাঝে গত ডিসেম্বর ২০০০-এ ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও ফলাফল ঘোষণায় উদ্দেশ্য জটিলতার সৃষ্টি করা হয়। কোটার আবদারকারী ছাত্র সংগঠনগুলোকে সমর্থন করে কিছু চিহ্নিত শিক্ষক অধ্যক্ষকে মানসিকভাবে চাপ দিতে থাকেন। শেষাবধি ফলাফল ঘোষণা করে ভর্তির তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অনার্সের ৯টি বিষয়ের ৬৩০টি আসনের বিপরীতে ৫৭৪ জনের একটি মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ৩ ও ৪ জানুয়ারীতে ভর্তি হতে বলা হয়। প্রথম দিন ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারলেও ছাত্র সংগঠনগুলোর অনৈতিক বাধার কারণে দ্বিতীয় দিনের ভর্তি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। এ সময় ভর্তি কার্যক্রমে বাধা দিতে নিষেধ করায় এক ছাত্র নেতা অধ্যক্ষ মাসুম আলীকে চেয়ার তুলে মারতে উদ্যত হয়। প্রথম দিন মাত্র ২৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, গত সেশনে রাজনৈতিক কোটায় ভর্তি হওয়ায় ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন পায়নি। ছাত্র সংগঠনগুলো এখন এই আবদারও করছে যে, রেজিস্ট্রেশন না পাওয়া ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সমস্যারও সমাধান করতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের এবছর ভর্তি করে নিতে হবে। আর সম্ভব না হলে পাসকোর্সে তাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ অবস্থায় অনার্স প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রেখে অধ্যক্ষ মাসুম আলী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছেন।